বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জিহাদ এবং হজ্জের মাঝে

ত্বাগুতের শাইখরা মানুষকে জিহাদ থেকে বিমুখ করে ঘরমুখো করার কোন সুযোগই যেন হাতছাড়া করে না। আর হজ্জের মৌসুমও তাদের অন্যতম সুযোগ। এসময় তারা ফরয হজ্জের উপর ফরযে আইন জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব গোপন করে, আর হজ্জের সাধারণ ফযিলতগুলি বয়ান করে মানুষকে বুঝাতে চায়– তাদের জিহাদ হলো হজ্ব করা, এটাই তাদের ত্যাগ ও সাধনার সর্বোচ্চ চূড়া।

নিশ্চয়ই হজ্জের তাৎপর্যের সাথে জিহাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই দুটি ইবাদত ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এজন্য কুরআনে বহু জায়গায় হজ্ব ও কিতালের কথা পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে। আয়াতগুলো যেভাবে পরস্পর যুক্ত হয়েছে, তা এই দুই ইবাদতের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক নির্দেশ করে। তবে, এই ওতপ্রোত সম্পর্ক ও হজ্জের ফযিলতের কারণে সালাফগণ কখনো হজ্বকে জিহাদের বিকল্প মনে করেননি বিশেষ করে যখন মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর বর্তমান সময়ে যখন শত্রু মুসলিমদের ভূমিতে আগ্রাসন চালিয়েছে, তাদের নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং তাদের পবিত্র সীমানাকে কলুষিত করেছে– এমতাবস্থায় জিহাদ আর নফল বা ঐচ্ছিক ইবাদত নয়, বরং এটি এখন সবার উপর ফরযে আইন হয়ে গেছে। এই বিকৃত মানসিকতা অনেক মুসলিমের হৃদয়ে ঢুকেছে ইরজাফ (ভীতিপ্রচার) প্রচারকারী ও জিহাদ পরিত্যাগকারী সেইসব ব্যক্তিদের কারণে, যারা আজ হজ্ব ও হারামাইন সহ বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বে রয়েছে।

তারা মানুষের মনে এই বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেয় যে, তাদের জিহাদ হলো হজ্ব করা! আর হজ্ব হলো জিহাদের বিকল্প, পার্থক্য কেবল– এতে মারামারি নেই। মূলত তারা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ (جهاد الدفع) ও আক্রমণাত্মক জিহাদের (جهاد الطلب) পার্থক্যগুলি ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে যায়। অথচ নবী ﷺ এই বিভ্রান্তির কোন সুযোগ রাখেননি। তিনি বলেছেন হজ্ব হলো নারীদের জিহাদ এবং তাদের মতো যারা রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো দেখি জিহাদই সর্বোত্তম আমল, তাহলে কি আমরা জিহাদে অংশ নেব না?' তিনি বললেন: 'না, তবে সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরুর।' [বুখারি], অন্য বর্ণনায়: 'সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর জিহাদ হলো হজ্ব করা।' তবে এটি সেই পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য, যখন জিহাদ ফরযে আইন নয়। এখানে লক্ষ্য করুন, নবী ﷺ-এর যুগের মুমিন নারীরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন এবং তাতে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। অথচ আমাদের সময়ের কিছু ফকীহ সেই একই হাদিস দেখিয়ে পুরুষদেরকে জিহাদ বিমুখ করতে চায়!

আজ যদি পুরুষেরা এমন জিহাদে ব্যস্ত থাকে, যাতে না আছে শক্তির ব্যবহার, না আছে যুদ্ধ—তাহলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কে? মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির কাজ করবে কে? নারীদের সম্মান রক্ষা করবে কে? তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে কে? বরং, হজ্জের ভূমি মক্কা ও মদিনার পবিত্র সীমান্ত রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো লোক কোথায় পাবে? বিশেষ করে যখন হারাম শরীফের ভিতরে-বাইরে শুনা যায় শত্রুর পদধ্বনি। একদিকে আলে সলুল-এর বিশ্বাসঘাতক নীতি, আরেকদিকে ইহুদি-নাসারা ও রাফেজীদের লোভাতুর দৃষ্টি!

হাদিসের সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায়– তাওহীদের পর সর্বোত্তম আমল হলো ফরযে আইন জিহাদ। ফযিলতের দিক থেকে এটি হজ্ব এর চেয়ে বেশি অগ্রগামী, যা তৃতীয় স্তরে এসেছে। এর দলীল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন: (২) আল্লাহর পথে জিহাদ করা। লোকটি বলল: এরপর কোনটি? তিনি বললেন: (৩) কবুল হজ্ব। [বুখারী ও মুসলিম], ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: যদি বলা হয়, জিহাদকে কেন হজ্জের চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ বলা হলো, অথচ এটি কোন রুকন নয়, আর হজ্ব ইসলামের একটি রুকন? এর উত্তর হলো: সাধারণত হজ্জের উপকারিতা হয় সীমিত, আর জিহাদের উপকারিতা ব্যাপক। অথবা এই কথা বলা হয়েছে ফরযে আইন জিহাদের ক্ষেত্রে।” [ফাতহুল বারি]

ইসলামের ফকীহগণের অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয় যে, ফরয হজ্জের চেয়ে ফরযে আইন জিহাদের অগ্রাধিকার বেশি। যেমন ইমাম আল-মুজাহিদ ইবনে নুহাস তার গ্রন্থ মাশারি'তে বলেন: জিহাদ যখন ফারযে আইন হয় তখন এটি ফরয হজ্জের উপর অগ্রাধিকার পায়, কেননা এটি তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় ফরয বিধান।” ইবনে কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ মুগ্বনিতে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন: “এমন কোন আমল নেই যা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার সমতুল্য হতে পারে। সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়াই সর্বোত্তম আমল। আর ইসলাম ও মুসলিম নারীদের প্রতিরক্ষা তো তারাই করে, যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেছে। তাহলে কোন্ সে আমল, যেটা এটার চেয়ে উত্তম হতে পারে?! লোকেরা নিরাপদে বসবাস করছে, আর তারা আছে ভয়ের মধ্যে, তারা তো নিজেদের জান-মাল সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে বের হয়েছে।” তাওহীদ ও জিহাদের ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার ফতোয়ার গ্রন্থে বলেন: “মুসলিমদের ঐক্য মতে জিহাদ হজ্জের থেকে উত্তম।” শাইখুল ইসলাম অন্যান্য আমলের উপর ফরয জিহাদের প্রাধান্য পাওয়ার কারণও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “জিহাদের উপকারিতা ব্যাপক; জিহাদকারীর জন্য যেমন উপকারী, অন্যদের জন্যও উপকারী; দুনিয়ার জন্য যেমন উপকারী, তদ্রূপ দ্বীনের জন্যও উপকারী। তাছাড়া যাহেরী ও বাতেনী সর্বপ্রকার ইবাদত এই জিহাদের মধ্যে শামিল। কেননা জিহাদের মাঝে আছে আল্লাহর ভালোবাসা (محبة), তাঁর জন্য একনিষ্ঠতা (إخلاص), তাঁর উপর ভরসা (توكل), তাঁর জন্য জান-মাল অর্পন করে দেওয়া, সবর করা, দুনিয়া বিরাগি (زهد) হওয়া এবং আল্লাহর যিকরসহ সমস্ত ইবাদত। এত ইবাদতের সমষ্টি অন্য কোন আমলে নেই।

যেখানে যেখানে জিহাদ ও হজ্বের মিল পাওয়া যায়, সে জায়গাসমূহে দৃষ্টিপাত করলে নিঃসন্দেহে আপনি ফরয জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবেন এবং এর হেকমতও অনুধাবন করবেন। বিশেষ করে আমাদের এই যমানায়। উদাহরণস্বরূপ, হজ্ব ও জিহাদ উভয়েই মধ্যে রয়েছে সম্পদের ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লেশ। কারণ, হজ্জের জন্য সফর করতে হয়, আর সফর মানেই কষ্ট। যদিও আজকের আধুনিক পরিবহন ও হাজীদের জন্য থাকা-খাওয়ার উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে এই কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়ে গেছে– পূর্বে হাজীদের সফর এত সহজ ছিলো না। তাহলে চিন্তা করুন তো, আজকের হজযাত্রীদের সমস্ত ত্যাগ ও কুরবানি একত্র করলে কি সে সকল মুজাহিদগণের জিহাদ, কুরবানি, হিজরত ও প্রতিকূল জীবনযাপনের সমান হবে –যারা তাদের জীবন বাজি রেখে নিজেদের দ্বীন ও উম্মাহকে রক্ষা করে?

আরেকটি মিল হলো, হজ্ব ও জিহাদ উভয়টি তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। হজ্বের প্রতিটি পর্ব (مناسك) আল্লাহর একত্বকে (তাওহীদকে) স্বীকৃতি দেয় ও শিরককে প্রত্যাখ্যান করে। আর জিহাদের বিধান এসেছে মূলত তাওহীদকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, আল্লাহর যমিনে তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়ন করার জন্য, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্য, তাদেরকে ঈমান-আমলের উপর জমিয়ে রাখার জন্য এবং শিকল বেঁধে হলেও তাদেরকে জান্নাতের রাস্তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।

আজ বিশ্বজুড়ে শিরকের ছড়াছড়ি আর শাসকগোষ্ঠী ও তাদের বাহিনীগুলোর শিরকের পাহারাদারি দেখলে জিহাদের গুরুত্ব, ফজিলত এবং অপরিহার্যতা আরো স্পষ্ট হয়। আমাদের অনুধাবন হয়– একমাত্র জিহাদই পারে শিরকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে উৎখাত করতে, তার আগ্রাসন রুখে দিতে। আমরা এও বুঝি -তাওহীদের আহ্বানকারীরা আজ জিহাদের তরবারি থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে পারছে না। দারুল কুফরে অবস্থানরত তাওহীদের দা'ঈদের হাহাকার,ও দীর্ঘশ্বাস দেখলেই এই বাস্তবতা বুঝে আসে; খুব বেশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। ওয়াল্লাহুল মুসতা'য়ান।

আরেকটি মিল হলো, হজ্ব ও জিহাদ—উভয়টি মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে। হজ্বে তা প্রকাশ পায় বিশ্বজুড়ে আগত মুসলিমদের এক পোষাক, এক শ্লোগান, এক ইবাদতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু এই ঐক্য নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ। হজ্জের নির্ধারিত সময় শেষ হলেই তা হারিয়ে যায়। কাজেই, স্থায়ীভাবে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা রাখার একমাত্র পথ হলো এমন এক ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ করা– যিনি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেন, ইসলামী শিয়ারের (شعار) সম্মান রক্ষা করেন, যিনি বিভেদের বরফ গলিয়ে ইসলামের গলনাধারে সবাইকে একীভূত করেন।

হজ্ব ও জিহাদের মধ্যে আরও একটি মিল হলো— উভয়টি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। কিন্তু হারাম শরিফ ও ‘বিলাদুল ওহি’ এর বিরুদ্ধে চলমান গভীর ষড়যন্ত্রগুলো দেখলে আমরা অনুধাবন করি—হজ্জসহ অন্যান্য ইসলামী শিয়ার রক্ষায় জিহাদের চেয়ে কার্যকরী কোন পন্থা নেই। আজ হয়তো অনেকের কাছেই এই সত্য গোপন রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা আর গোপন থাকবে না। সম্ভবত জিহাদকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখার পিছনে এটি মহান আল্লাহর অন্যতম হিকমত।

উপরের সব আলোচনার সারকথা হলো, ফরয জিহাদের ফযিলত ফরয হজ্বের চেয়ে বেশি। আর ইসলাম ও মুসলিমদের উপর যত বেশি আক্রমণ ও পরীক্ষা নেমে আসে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা তত বৃদ্ধি পায় এবং আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারি– কেন জিহাদকে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে এটি ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

কাজেই, মুসলিমদের উচিত জিহাদকে তার যথাযথ মর্যাদায় মূল্যায়ন করা। কারণ, জিহাদ হলো তাদের নিরাপত্তার ঢাল, মুক্তির পথ এবং আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক উসিলাহ যা দ্বীনকে রক্ষা করে এবং শরিয়াহকে সমুন্নত রাখে। আর এ কারণেই জিহাদ ও মুজাহিদগণ অগ্রগামী।

পরিশেষে, আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের মুসলিম ভাইদের হজ্ব কবুল করেন এবং নবী ﷺ এর প্রদর্শিত জিহাদের পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন। কারণ, জিহাদ এমন এক বাণিজ্য, যা কখনো লোকসানে পড়ে না। আর তারাই সবচেয়ে বেশি জিহাদের প্রয়োজন অনুভব করেন। ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ «যে জিহাদ করে, সে তো নিজের জন্যই করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের কাছে অমুখাপেক্ষী»